বিভক্তির সাত কাহন-৭
ভজন সরকার

যে কোন সমাজে কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে গ্রহন করার মত লোক যথেষ্ট থাকে না । পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং রুচিভেদের ভিন্নতাতেই গড়ে ওঠে ব্যবধান । সমগ্র জাতির মধ্যে ওই রুচিহীন মানুষগুলোর প্রাধান্য যখন প্রবল ও সংহত হয়, বিভ্রাট ঘটে তখনি । অভিবাসী সমাজে দুঃখজনক ভাবেই সুরের চেয়ে অসূরের উপস্থিতি প্রকট । আর অনুকরনীয় ও ব্যক্তিতবান মানুষ যারাও আছেন - আত্ম-মর্যাদা আর অহেতুক কোলাহলে তিতি-বিরক্ত হয়ে গুটিয়ে নেন নিজেদের । ফলে রুচিহীন মানুষগুলোর অংশগ্রহনে ও নেতৃত্বেই গড়ে উঠছে হরেক-রকমের সংগঠন ।

দেশের রাজনীতিই যখন দুর্বৃত্তের কবলে, তখন তাদের চেলা-চামুন্ডারা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এখানেও দাপিয়ে বেড়াবে সে আর বিচিত্র কি ? টরেন্টোর ড্যানফোর্থে যে কোন শনিবার বিকেলে একটু জরিপ করে দেখুন । প্রতি পাঁচ জনের চার জনকে পাবেন কোন না কোন সংগঠনের সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক । কারণ , এর পরে কেউ নামতে চান না । আর নিতান্তই গুতোয় কুলিয়ে উঠতে না পারলে নিজেই গড়ে তোলেন নতুন সংগঠন । গানিতিক হারে এভাবেই গজিয়ে উঠছে আমাদের প্রবাসী নেতৃত্বের ভূত- ভবিষ্যত ।

আশির দশকে ঢাকার আলাউদ্দিন রোডে '' নিরব '' হোটেলের ঠিক সামনেই একটা সাইন - বোর্ড দেখেছিলাম ''বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি, স্থাপিত-১৯০৮ ''। জানিনা, আজও ঐতিহ্যের অহংকার সে সংগঠনটি আছে কিনা । আজকের প্রবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ হয়ত সে ঐতিহাসিক অনুপ্রেরনা থেকেই জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক ।

বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক আর মহান ভাষা -সংগ্রামের সেই অসাধারণ গান '' আমার ভাইয়ের রক্তে রাংগানো''-র রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীর টরেন্টোর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল । শুধু মাত্র মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সংখ্যা আর বক্তব্যতেই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি । ভাগ্যিস , রাজাকার-আল-বদরের জন্ম হয়েছিল । আর দুর্মুখোরা বলে টরেন্টোতে ওদের পাল্লাটাই নাকি ভারি ? না হলে গাফফার চৌধুরীর বক্তব্য শুনে মেট্রো ধরে বাসায় ফেরা সম্ভব ছিল না ।

বিভক্তির সাত কাহন পড়ে এক কবি আমাকে অনুরোধ করেছেন ব্যাংগের ছাতার মতন গজিয়ে ওঠা সংগঠনের সাথে এদের পৃষ্ঠপোষকরূপী অসংখ্য বাংলা পত্রিকার কথাও উল্লেখ করতে । '' রামায়ন '' লিখবো কিন্তু রাম অনুপস্থিত - তা কখনও হয় ? প্রবাসী বাংলা পত্রিকাগুলো সমান তালে পাল্লা দিয়ে গজাচ্ছে । দেশে যখন একা ফালু-ই হাফ ডজন মিডিয়ার মালিক ,নিজেকে ফালুর চেয়ে কম গুন ও যোগ্যতাসম্পন্ন ভাবেন না কেউ । তাই নানান মিডিয়া থেকে কাট-পিস করে পত্রিকা বের করার এ এক অভিনব প্রয়াস । তবে এর মধ্যে থেকেও যে ভাল কিছু কাজ হচ্ছে না তা নয়, আশার সলতে জ্বালিয়ে রাখা সে মানুষগুলোই প্রবাসের উজ্জ্বল মুখ ।

আজ শক্তি চট্টোপাধ্যায় দিয়েই শেষ করি :

''মধ্যে নদীর চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো-
থাকো,একটি চরে কেন ? দুচর জুড়েই থাকো ।
দুচর এখন রহস্যময়,
তোমার হাতে অনেক সময়,
থাকো,
মধ্যে নদীর চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো ।'' (চলবে)